ইবসেন তাঁর নাটকের মাধ্যমে যা বলতে চেয়েছেন তা তাঁর নিজের ভাষায় — "My task is to represent human beings, human souls and human destinies." ইবসেন তাঁর নাটকে মানুষের আত্মা ও ভাগ্যকে তুলে ধরতে চেয়েছেন। তিনি মানুষের বাইরের জীবনের চেয়ে ভিতরের জীবনকে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। তাঁর নাটকে ঘটনার চেয়ে চরিত্রের মনস্তত্ত্ব বেশি গুরুত্বপূর্ণ। তিনি মানুষের মনের গভীরে প্রবেশ করে তার সমস্যা ও সংকটকে তুলে ধরেছেন। তাঁর নাটকে সমাজ ও ব্যক্তির দ্বন্দ্ব, নারী-পুরুষের সম্পর্ক, আদর্শ ও বাস্তবের সংঘাত ইত্যাদি বিষয় গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে।

ইবসেনের নাটকের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে অধ্যাপক ব্রান্ডেস বলেছেন, "His dramatic work is the vehicle of ideas rather than the expression of action." ইবসেনের নাটকে ঘটনার চেয়ে ভাবের প্রকাশ বেশি। তাঁর নাটকে চরিত্রগুলো কথা বলে, কাজ করে, সংলাপের মাধ্যমে তাদের মনের ভাব প্রকাশ করে। ইবসেনের নাটকের সংলাপ খুব স্বাভাবিক ও বাস্তবধর্মী। তিনি সাধারণ মানুষের ভাষা ব্যবহার করেছেন। তাঁর নাটকে কোনো অলংকার বা কৃত্রিমতা নেই।

ইবসেনের নাটকের কাঠামো সাধারণত পাঁচ অঙ্কে বিভক্ত। তাঁর নাটকে ঘটনা ধীরে ধীরে এগিয়ে চলে এবং শেষ অঙ্কে এসে চরম সংকট দেখা দেয়। তিনি নাটকের শুরুতে যে সমস্যার সূত্রপাত করেন, শেষ অঙ্কে তার সমাধান খোঁজেন। তাঁর নাটকে কোনো অপ্রয়োজনীয় ঘটনা বা চরিত্র নেই। প্রতিটি ঘটনা ও চরিত্র মূল কাহিনির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত।

ইবসেনের প্রথম দিকের নাটকগুলো রোমান্টিক ও ঐতিহাসিক। 'ক্যাটিলিনা' (১৮৫০) তাঁর প্রথম নাটক। এরপর তিনি লেখেন 'সেন্ট জনসনের উৎসব' (১৮৫২), 'ওলাফ লিলিক্রান্স' (১৮৫৩), 'দ্য বারিয়াল মাউন্ড' (১৮৫৪), 'দ্য নর্দার্ন হেলমেট' (১৮৫৭) ইত্যাদি। এই নাটকগুলোতে তিনি ঐতিহাসিক ঘটনা ও কিংবদন্তি অবলম্বনে নাটক রচনা করেছেন। এই নাটকগুলোতে তিনি নরওয়ের জাতীয় ঐতিহ্য ও গৌরবকে তুলে ধরেছেন।

ইবসেনের প্রথম সার্থক নাটক 'ব্র্যান্ড' (১৮৬৬)। এই নাটকে তিনি ব্যক্তির আদর্শ ও সমাজের বাস্তবতার সংঘাত দেখিয়েছেন। ব্র্যান্ড চরিত্রটি আপসহীন আদর্শবাদী। সে সমাজের দুর্বলতা ও ভণ্ডামি সহ্য করতে পারে না। তার কাছে 'সব কিছু নয়, সবকিছু' (All or Nothing) — এই আদর্শই বড়। এই নাটকে ইবসেন দেখিয়েছেন যে, চরম আদর্শবাদ মানুষকে একাকী ও নিঃসঙ্গ করে তোলে।

'পিয়ার গিন্ট' (১৮৬৭) ইবসেনের আরেকটি বিখ্যাত নাটক। এই নাটকে তিনি পিয়ার গিন্ট নামক এক যুবকের চরিত্র অঙ্কন করেছেন। পিয়ার গিন্ট স্বপ্নবিলাসী, কল্পনাপ্রবণ ও আত্মকেন্দ্রিক। সে বাস্তব জীবনের দায়িত্ব এড়িয়ে চলে। নাটকের শেষে সে বুঝতে পারে যে, সে তার জীবনে কিছুই অর্জন করতে পারেনি। এই নাটকে ইবসেন দেখিয়েছেন যে, স্বপ্ন ও বাস্তবের সমন্বয় ছাড়া জীবন অর্থহীন।

'সমাজস্তম্ভ' (১৮৭৭) ইবসেনের একটি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক নাটক। এই নাটকে তিনি সমাজের বিভিন্ন স্তম্ভ — ব্যবসা, রাজনীতি, ধর্ম, পরিবার ও সংবাদপত্র — এগুলোর ভণ্ডামি ও দুর্নীতি তুলে ধরেছেন। নাটকের প্রধান চরিত্র কনসাল বার্নিক সমাজের একজন সম্মানিত ব্যক্তি। কিন্তু তার জীবনের অতীত পাপ ও মিথ্যা একে একে প্রকাশ পায়। নাটকের শেষে বার্নিক বুঝতে পারে যে, সত্য ও সততার ভিত্তিতে গড়া সমাজই প্রকৃত সমাজ।

'পুতুলের সংসার' (১৮৭৯) ইবসেনের সবচেয়ে আলোচিত নাটক। এই নাটকে তিনি নারী-পুরুষের সম্পর্ক ও নারীর অবস্থান নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। নায়িকা নোরা হেলমার একজন আদর্শ স্ত্রী ও মা। কিন্তু সে আবিষ্কার করে যে, তার স্বামী তাকে একটি পুতুলের মতো ব্যবহার করছে। নোরা বুঝতে পারে যে, সে নিজের ব্যক্তিত্ব ও স্বাধীনতা হারিয়েছে। তাই সে সংসার ছেড়ে চলে যায়। এই নাটকের শেষ দৃশ্য বিশ্বসাহিত্যে বিখ্যাত।

'ভূতুড়ে' (১৮৮১) নাটকে ইবসেন বংশগতি ও সমাজের প্রভাব নিয়ে আলোচনা করেছেন। নাটকের নায়ক অসওয়াল্ড আলভিং। তার বাবা ক্যাপ্টেন আলভিং একজন অসৎ ও লম্পট ব্যক্তি। অসওয়াল্ড তার বাবার পাপের ফল ভোগ করে। সে সিফিলিস রোগে আক্রান্ত হয়। নাটকের শেষে সে তার মাকে অনুরোধ করে তাকে মরফিন দিয়ে মেরে ফেলতে। এই নাটকে ইবসেন দেখিয়েছেন যে, পাপ ও অসুখ বংশানুক্রমে প্রবাহিত হয়।

'জনশত্রু' (১৮৮২) নাটকে ইবসেন সমাজের কুসংস্কার ও গোঁড়ামির বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন। নাটকের নায়ক ডাক্তার স্টকম্যান। তিনি আবিষ্কার করেন যে, শহরের স্নানাগারের পানি দূষিত। তিনি এই সত্য প্রকাশ করতে চান। কিন্তু শহরের নেতারা তার বিরোধিতা করে। তারা তাকে 'জনশত্রু' বলে ঘোষণা করে। এই নাটকে ইবসেন দেখিয়েছেন যে, সত্য বলার জন্য মানুষকে কতটা মূল্য দিতে হয়।

'বুনো হাঁস' (১৮৮৪) নাটকে ইবসেন আদর্শবাদ ও বাস্তবতার সংঘাত দেখিয়েছেন। নাটকের নায়ক গ্রেগার্স ভার্লে। সে তার বাবার কাছ থেকে পাওয়া আদর্শ নিয়ে চলে। সে মনে করে যে, সত্য প্রকাশ করা সবার জন্য ভালো। কিন্তু তার এই আদর্শবাদ অন্যদের জীবনে দুঃখ ডেকে আনে। নাটকের শেষে সে বুঝতে পারে যে, বাস্তবতাকে মেনে নেওয়াই ভালো।

'রোসমারশোলম' (১৮৮৬) নাটকে ইবসেন ব্যক্তির স্বাধীনতা ও সমাজের নিয়মের সংঘাত দেখিয়েছেন। নাটকের নায়ক জোহান রোসমার। তিনি একজন প্রাক্তন পাদ্রি। তিনি সমাজের নিয়ম ভেঙে রেবেকা ওয়েস্ট নামক এক নারীর সঙ্গে বসবাস শুরু করেন। তাদের সম্পর্ক সমাজে নিন্দিত হয়। নাটকের শেষে রোসমার ও রেবেকা একসঙ্গে আত্মহত্যা করে। এই নাটকে ইবসেন দেখিয়েছেন যে, ব্যক্তির স্বাধীনতা সমাজে সহজে মেনে নেওয়া হয় না।

'হেডা গাবলার' (১৮৯০) নাটকে ইবসেন নারীর অসহায়ত্ব ও পুরুষতান্ত্রিক সমাজের নিষ্ঠুরতা তুলে ধরেছেন। নাটকের নায়িকা হেডা গাবলার। সে একজন সুন্দরী ও অভিজাত নারী। কিন্তু সে তার জীবনে সুখী নয়। সে তার স্বামী জর্জ টেসমানকে ভালোবাসে না। সে একজন লেখক এজার্ট লোভবর্গের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে। কিন্তু সমাজের ভয়ে সে তার ভালোবাসাকে প্রকাশ করতে পারে না। নাটকের শেষে হেডা আত্মহত্যা করে। এই নাটকে ইবসেন দেখিয়েছেন যে, নারীর স্বাধীনতা ও ভালোবাসা সমাজে কতটা মূল্যহীন।

'মাস্টার বিল্ডার' (১৮৯২) নাটকে ইবসেন শিল্পী ও সমাজের সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করেছেন। নাটকের নায়ক হালভার্ড সোলনেস। সে একজন সফল স্থপতি। কিন্তু সে উচ্চতাকে ভয় পায়। সে তরুণ স্থপতি রাগনার ব্রোভিগকে সুযোগ দেয়। রাগনার তার সহকারী হিলডা ওয়াঙ্গেলকে ভালোবাসে। নাটকের শেষে সোলনেস একটি উঁচু ভবনের চূড়ায় উঠে পড়ে যায়। এই নাটকে ইবসেন দেখিয়েছেন যে, শিল্পীর উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও ব্যক্তিগত দুর্বলতা তার জীবনে ট্র্যাজেডি ডেকে আনে।

'লিটল আইওলফ' (১৮৯৪) নাটকে ইবসেন মানুষের অপূর্ণ বাসনা ও নিঃসঙ্গতা তুলে ধরেছেন। নাটকের নায়ক আলফ্রেড আলভিং। সে একজন শিক্ষক। সে তার স্ত্রী রিটা ও সৎ মেয়ে আসতাকে ভালোবাসে। কিন্তু তার মনে হয় যে, তার জীবনে কিছু অপূর্ণতা রয়ে গেছে। নাটকের শেষে আসতা নিখোঁজ হয়ে যায়। এই নাটকে ইবসেন দেখিয়েছেন যে, মানুষের জীবনে পূর্ণতা বলে কিছু নেই।

'জন গ্যাবরিয়েল বর্কম্যান' (১৮৯৬) নাটকে ইবসেন ব্যর্থ উচ্চাকাঙ্ক্ষী মানুষের ট্র্যাজেডি দেখিয়েছেন। নাটকের নায়ক জন গ্যাবরিয়েল বর্কম্যান। সে একজন সাবেক ব্যাংক কর্মকর্তা। সে আট বছর ধরে তার ঘরে বন্দী জীবন কাটাচ্ছে। তার স্ত্রী গিনা ও ছেলে এরহার্ট তার সঙ্গে থাকে। তার যমজ বোন এলা রেন্টহেম তার কাছে আসে। নাটকের শেষে বর্কম্যান মারা যায়। এই নাটকে ইবসেন দেখিয়েছেন যে, ক্ষমতা ও সম্পদের লোভ মানুষকে কতটা অন্ধ করে তোলে।

'যখন আমরা মৃতরা জাগি' (১৮৯৯) ইবসেনের শেষ নাটক। এই নাটকে তিনি শিল্পী ও তার সৃষ্টির সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করেছেন। নাটকের নায়ক প্রফেসর আর্নল্ড রুবেক। সে একজন বিখ্যাত ভাস্কর। সে তার জীবনের শ্রেষ্ঠ কাজ হিসেবে একটি মূর্তি তৈরি করেছিল। মূর্তিটির নাম 'দিবসের পুনরুত্থান'। মূর্তিটি তৈরি করার পর রুবেক বুঝতে পারে যে, সে তার জীবনের আনন্দ ও প্রেমকে হারিয়েছে। নাটকের শেষে রুবেক ও তার প্রাক্তন প্রেমিকা ইরেনে তুষারঝড়ে মারা যায়।

ইবসেনের নাটকের সমালোচনা ও মূল্যায়ন:

Scanned with CamScanner

দ্বিতীয় পর্যায় (১৮৮৯-৯৬): কাব্যনাট্য ও নাট্যকাব্যসমূহ:

রাজা ও রাণী (১৮৮৯): শেক্সপীয়রের প্রভাব, প্রেমের প্রথম সূচনা ও পরিণাম প্রদর্শিত, রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং এর সমালোচনায় অভিনীত হয়, এই নাটক থেকেই তিনি প্রচলিত নাট্যরীতি অনুসরণ করেছেন, এর কাব্যগুণ, চরিত্রচিত্রণ ও কাহিনীবিন্যাস খুবই সুন্দর।

তপতী (১৯২৯): রাজা ও রাণীর দুর্বলতা সম্পর্কে সচেতন ছিলেন বলেই পরবর্তীকালে তা তপতী নাটকে সংশোধিত হয়, তার এমন নাট্যরীতির আদর্শের প্রতিফলনই প্রতিভাত হয়।

বিসর্জন (১৮৯০): রাজর্ষি উপন্যাসের কাহিনী অবলম্বনে রচিত হয় বিসর্জন, অহিংসার সঙ্গে হিংসার, অনুষ্ঠানসর্বস্বতার বিরুদ্ধে হৃদয়ধর্মের ও মানবধর্মের জয় ঘোষণায় এ নাটক সমাপ্ত হয়েছে, রবীন্দ্র নাট্যধারায় 'বিসর্জন'-ই প্রথম সার্থক নাটক বিবেচিত।

মালিনী (১৮৯৬): এই পর্যায়ের অন্তর্গত আর একটি নাট্যকাব্য মালিনী, এর বৌদ্ধ জাতকের কাহিনী এর উৎস, এর কাহিনী চরিত্রচিত্রণ, সংলাপ সংক্ষিপ্ত।

বিদায় অভিশাপ (১৮৯৪): মহাভারতের কচ ও দেবযানীর ঘটনা এখানে সংকলিত, মাত্র দুটি চরিত্র সংলাপে ও কাব্যিকতায় প্রাচীন পুরাণ, ইতিহাস ও মহাকাব্যের চরিত্র সমকালের সাথে যুক্ত হয়েছে।

তৃতীয় পর্যায় (১৮৮৬-১৯০৭): কৌতুকনাট্যসমূহ – গোড়ায় গলদ (১৮৯২), বৈকুণ্ঠের খাতা (১৮৯৭), হাস্যকৌতুক (১৯০৭), ব্যঙ্গকৌতুক (১৯০৭) ইত্যাদি নাটকে সুরের সঙ্গে সরস ও কৌতুকরসের উপস্থাপনার সার্থক রূপ পেয়েছে, প্রাচুর্যপূর্ণ 'বৈকুণ্ঠের খাতা' সরস কৌতুকের সাথে চরিত্রগুলির করুণতার মিশ্রণে "Human verges on pathos" হয়ে উঠেছে, ইহাদের বাস্তবানুভূতিতে ও নাটকগুলির সার্থক মনোরঞ্জন করে।

চতুর্থ পর্যায় (১৯০৮-১৯২৪): রূপক সাংকেতিক নাট্যসমূহ – বিশ্বযুদ্ধের সমকালের প্রভাবে রবীন্দ্রনাথের প্রথম প্রতীকী রূপক সাংকেতিক নাটক নাট্য-সংঘাতে সূচনা হয়েছে এক বৈচিত্র্যময় দ্বন্দ্ব – সে দ্বন্দ্ব প্রাণধর্মের সাথে জড়ধর্মের, সর্বজনমুক্ত আত্মপ্রকাশের সাথে বন্ধনের সাথে নিয়ন্ত্রণ মানুষ, ডাকঘরের অমল, অচলায়তনের পঞ্চক, রক্তকরবীর নন্দিনী চরিত্রগুলি মুক্তপ্রাণের বাণীবাহক।

কাহিনীগত দিক দিয়ে দেখা যায় অচলায়তন নাটকে ধর্মীয় বিধির প্রাবল্যে প্রাণধর্মীয় সমাজজীবন সামাজিক বিধানের শাসন কীভাবে রুদ্ধ হয় তার পরিচয়।

রক্তকরবী রবীন্দ্রনাথের নাট্যচেতনা ও শিল্প-বিশ্বের সর্বোৎকৃষ্ট। বর্তমানের যন্ত্রযুগ ও সভ্য সমাজের দ্বন্দ্ব-সংঘাতের পটভূমিতে লেখা অসামান্য জীবনচেতনার প্রকাশ এবং মুক্তিচেতনা এই নাটকে সঞ্চারিত।

রাজা (১৯১০) নাটকে রবীন্দ্রনাথের আধ্যাত্মিকতা প্রকাশ পেয়েছে,

ডাকঘর (১৯১২) সাহিত্য থেকে বিচার করলে রবীন্দ্রনাথের সর্বশ্রেষ্ঠ সাংকেতিক নাটক। এ নাটকে অমল শিশু ছেলেটির সরলতার, অমল হল মুমুক্ষু মানবাত্মার প্রতীক।

'ফাল্গুনী' (১৩২২) [illegible]

[illegible]

[illegible]

নৃত্যনাট্যসমূহ: [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] "His dramatic work is the vehicle of ideas rather than the expression of action." [illegible]

মূল্যায়ন: [illegible]

[illegible]